দূর্ব্বা তুলসীর পত্র অগুরুচন্দন।
শ্রীঅঙ্গে লেপন আর শ্রীপদ সেবন।।
মন্ত্রপুত করি পরে তন্ত্র অনুসারে।
ভোগাদি নৈবেদ্য দেয় নানা উপচারে।।
আতপ তণ্ডুল ভোগ দেয় যে কখন।
যেখানে যে মিষ্টফল পায় যে ব্রাহ্মণ।।
আনিয়া লাগায় ভোগ বাসুদেব ঠাঁই।
রন্ধন শাল্যন্নভোগ সুপক্ক মিঠাই।।
সব দ্বিজ বাসুদেবের ভক্ত হইল।
পূজারী ব্রাহ্মণ এক নিযুক্ত করিল।।
সন্ধ্যাকালে ঘৃত-দীপ পঞ্চবাতি জ্বালি।
আরতি করেন সব ব্রাহ্মণমণ্ডলী।।
শঙ্খ, ঘন্টা, কংস, করতাল, ঝাঁজ, খোল।
রাম-শিঙ্গে ভেরী-তুরী মধুর মাদল।।
এইরূপে বাসুদেব ব্রাহ্মণের পূজ্য।
আর এক লীলাগুণ বড়ই আশ্চর্য্য।।
এই বাসুদেব জন্ম সফলানগরী।
তারক রসনা ভরি বল হরি হরি।।

রামকান্তের বাসুদেব দর্শন

ভিক্ষা করে রামকান্ত, মনেতে চিন্তা একান্ত,
মম বাসুদেব আছে সুখে।
পূজা করে দ্বিজগণে, অনেকদিন দেখিনে,
আমার বাসুকে আসি দেখে।।
ইহা ভাবি মনে মনে, দ্বিজগণ অদর্শনে,
মণ্ডপের পিছে গিয়া রয়।
আমি নাহি দিব দেখা, গোপনে রহিব একা,
দেখি বাসু কিভাবে কি খায়।।
দক্ষিণাভিমুখ হ'য়ে, বাসুদেব দাঁড়াইয়ে,
সর্বদাই মণ্ডপেতে রয়।
পূজক ব্রাহ্মণ গিয়া, মণ্ডপ-দ্বার খুলিয়া,
উত্তরাভিমুখে দেখতে পায়।।
পূজক ব্রাহ্মণ কয়, কে এসে ঠাকুরালয়,
ঠাকুর ফিরায়ে রেখে গেল?
কপাট নাহি খুলিল, মণ্ডপেতে কে আসিল,
বাসুদেব কেন হেন হ'ল?
কেহ বলে দ্বার রুদ্ধ, কার হেন আছে সাধ্য,
ঘরে এসে ফিরায় দেবলা।
তবে যে ফিরিল কেনে, দেবমায়া কেবা জানে,
কি জানি কি ঠাকুরের লীলা।।
ঠাকুরের ভোগ দিতে, ভোগ রাগ সমাধিতে,
দিবা দুই প্রহর সময়।
রন্ধন করি শাল্যন্ন, ঘৃত মিশ্রিত ব্যঞ্জন,
ডালনা শাক শুক্ত লাবেড়ায়।
দক্ষিণ মুখ করিয়ে, ঠাকুরে ফিরায়ে ল'য়ে,
পুরোহিত বসিল পূজায়।
তাম্র রজতের পাতে, কতই মিষ্টান্ন তা'তে
লিখিতে পুস্তক বেড়ে যায়।।
নয়ম মুদ্রিত ক'রে, ভোগ নিবেদিল পরে,
ভোগ রহে বাসুদেব পিছে।
যবে নয়ন মেলিল, পূজক দেখিতে পে'ল,
বাসুদেব ফিরিয়া রয়েছে।।
বক্ষদেশে হস্ত দিয়া, বাসুদেবকে ধরিয়া,
দক্ষিণ মুখ করিতে চায়।
বাসুদেব নাহি ঘুরে, বিপ্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
'কে তোরা দেখিবি আয় আয়।।
বাসুদেব ফিরি গেল, উত্তর মুখ রহিল,
ফিরাইলে আর নাহি ফিরে।
হইনু আশ্চর্য্যান্বিত, অকস্মাৎ বিপরীত,
না জানি কি অমঙ্গল করে।।'
সে বাণী শুনি তরাসে, চারি পাঁচ বিপ্র এসে,
কেহ যায় মণ্ডপের পিছে।